মহাভাগ মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী সুজন।
তাঁর কাছে দশরথ জানায় মনন।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে সাধু কথা বটে ভাল!
লিখিবার ব্যক্তি ভিন্ন এ চিন্তা বিফল।।
দশরথ বলে শুন দাদা মৃত্যুঞ্জয়।
তব শিষ্য তারকেরে মোর মনে লয়।।
উভয়ে যুক্তি করি তারকেরে কয়।
প্রভুর লীলার গ্রন্থ লিখে দিতে হয়।।
ভয়ার্ত্ত তারক বলে কার্য্য অসম্ভব।
আমা হ'তে ইহা কভু নহেত সম্ভব।।
বরদানি' দুই প্রভু জোর করি কয়।
লীলা-লেখা তোর দ্বারা হইবে নিশ্চয়।।
উভয়-সঙ্কটে পড়ি তারক রসনা।
আরম্ভিল লীলা গীতি করিতে রচনা।।
কিছু অংশ লেখা হ'লে দুই মহাশয়।
মহাপ্রভু হরিচাঁদে পড়িয়া শুনায়।।
মহাপ্রভু ডেকে বলে শুন মৃত্যুঞ্জয়।
লীলা গীতি লেখা এবে উচিত না হয়।।
ক্ষান্ত কর লেখালেখি বাহ্য সমাচার।
অন্তরের মাঝে রাখ আসন আমার।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে প্রভু করি নিবেদন।
লীলা লেখালেখি শুধু জীবের কারণ।।
মহাপ্রভু বলে জান এ কর্ম্মে পুরস্কার।
কুষ্ঠ ব্যাধি হবে চেষ্টা করিলে আবার।।
মৃত্যুঞ্জয় কাঁদি বলে ওহে জগন্নাথ।
অনন্ত কৃপায় তব কোটী দণ্ডবৎ।।
হীন-কর্ম্ম ফলে দেহে ব্যাধি জন্মে কত।
শ্রেষ্ঠ-কর্ম্ম-লাগি দেহ নহে নিয়োজিত।।
তোমার লীলার কথা শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠ।
জনম সার্থক হবে যদি হয় কুষ্ঠ।।
পরম আনন্দ ভরে স্বামী মৃত্যুঞ্জয়।
লীলার রচনা কার্য্য করিবারে কয়।।
হেনকালে দৈবযোগে লীলাগ্রন্থখানি।
আপনি হরিয়া লন দেবী বীণাপাণি।।
লীলাগীতি লেখা ক্ষান্ত করি এ সময়।
কিছুকাল পরে দেবী স্বপ্নযোগে কয়।।
অসময় বলি আমি প্রভু আজ্ঞামতে।
লয়েছিনু লীলাগীতি তব অসাক্ষাতে।।
এবে বটে সুসময় নাহি কর দেরী।
প্রচার করহ লীলা অমৃত লহরী।।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত কহি মৃত্যুঞ্জয় ঠাঁই।
মৃত্যুঞ্জয় বলে বাছা আর ভয় নাই।।
মৃত্যুঞ্জয় দশরথ পুনঃ দুই জনা।
বলিলেন লীলামৃত করিতে রচনা।।
প্রভুর এ শেষ লীলা প্রেমভক্তি দান।
রচনা করহ শীঘ্র লীলার প্রধান।।
চরণ ধরিয়া তবে বলিল তারক।
স্বীকার করিনু আমি তোমার সেবক।।
অতি দীন অভাজন আমি মূঢ়মতি।
এ লীলা বর্ণিতে মম না হবে শক্তি।।
একে আমি দীনহীন অক্ষম জঘন্য।
আমার এ লেখা ভবে কে করিবে মান্য।।
দুই প্রভু বলে হরিচাঁদে রেখে ভক্তি।
লিখিতে আরম্ভ কর্ হবে তোর শক্তি।।
বিশ্বাস না করিস মোদের কথা ধর্।
লিখিতে পারিবি গ্রন্থ তোরে দিনু বর।।
মৃত্যুঞ্জয় বলে তুমি শুন মোর সোনা।
উপাধি দিয়াছি তোরে তারক রসনা।
দশরথ বলে বাক্য লঙ্ঘিওনা আর।
মৃত্যুঞ্জয় দিল বর আমার সে বর।।
আমার রচিত গান আছে তোর শোনা।
তাতে পদ গাঁথা আছে তারক রসনা।।
নীচজন ব'লে ভেবে হইলি ব্যাকুল।
কাঁদা-জল-বিনে কোথা ফুটে পদ্মফুল।।